একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী

পদক্ষেপ বার্তা

বর্ষ: ১৪ । সংখ্যা: ১৫৫ । জানুয়ারি ২০২৬ www.padakhep.org

আয়বর্ধন ও টেকসই জীবিকা উন্নয়নে বিভিন্ন উপকরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

পৃষ্ঠা ০২

বন্যা থেকে নিরাপদ ঘর: হাসিনা বেগমের গল্প

পৃষ্ঠা ০৫

পদক্ষেপ এর উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শীতের তীব্রতা যখন উত্তরাঞ্চলের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে, তখন সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই মানবিকতার প্রকৃত প্রকাশ। সেই মানবিক দায়বদ্ধতা থেকেই পদক্ষেপ এর উদ্যোগে রংপুর ও লালমনিরহাট জেলায় শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘবে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে গত ১৫ জানুয়ারি রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ এলাকায় এবং ১৯ জানুয়ারি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রামে শতাধিক শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

উভয় অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট জোনাল ম্যানেজার ফখরুল আহমেদ-এর সভাপতিত্বে কর্মসূচির উদ্বোধন ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস। তিনি বলেন, শীতকাল অনেকের জন্য স্বস্তির হলেও দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য এটি দুর্ভোগের সময়। 'পদক্ষেপ' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে শীতবস্ত্র বিতরণসহ বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে আসছে। এই উদ্যোগ তাদের কষ্ট লাঘবে সামান্য হলেও সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমে হারাগাছ এলাকায় উপস্থিত ছিলেন শহীদ কারখানার পরিচালক আশরাফুল আলম, সিনিয়র ব্যবস্থাপক রমজান আলী, শাখা ব্যবস্থাপক আব্দুর রশিদসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অন্যদিকে দহগ্রামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কমিশনার গোলাম রাব্বানী, নায়েক সুবেদার মোস্তফা কামাল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মো. মনিরুজ্জামান ও মো. আসাদুজ্জামানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সমাজকর্মীরা। শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমে উপকারভোগীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের পাশাপাশি সামাজিক সংহতি ও মানবিক মূল্যবোধ আরও দৃঢ় হবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

Knowledge Connect: ICT and LEAP শীর্ষক কর্মশালা

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে দক্ষ মানবসম্পদ, তথ্য নিরাপত্তা এবং স্বয়ংক্রিয় কর্মপ্রবাহের সমন্বয় একটি প্রতিষ্ঠানের টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে "Knowledge Connect: ICT and LEAP" শীর্ষক কর্মশালা সিরিজটি ২০২৫ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফলভাবে আয়োজন করা হয়। চলতি বছরের কর্মশালাগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৮ জানুয়ারি ফরিদপুর জোন, ৯ জানুয়ারি কুষ্টিয়া ও যশোর এবং ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ ভোলা জোন। কর্মশালার সেশনগুলোতে সাইবার নিরাপত্তা ও ডেটা গোপনীয়তা, টিম ট্র্যাকার, পদক্ষেপ অ্যাকশন এক্সপ্রেস, ঋণ পরিশোধ, কেওয়াইসি আপডেট ও ক্রেডিট রেটিং সিস্টেম, ডায়নামিক লিভ অ্যাপ্রুভাল সিস্টেম, লিপ পণ্য বিক্রয় কৌশল, বিক্রয়োত্তর সেবা এবং পদক্ষেপের সেফগার্ডিং বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা উপস্থাপন করেন। প্রতিটি কর্মশালার উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণকারী টিমগুলো নিজেদের অভিজ্ঞতা, এলাকাভিত্তিক চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য উন্নয়ন বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত মতবিনিময় করেন। ফরিদপুর জোনের উন্মুক্ত আলোচনায় সংস্থার পরিচালক মুহম্মদ আবরাফি সিদ্দীক অংশগ্রহণকারীদের মতামত শোনেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ডিজিটাল রূপান্তরের এই সময়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা কেবল জনবলনির্ভর নয়; বরং দক্ষতা, প্রযুক্তি ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। এই প্রয়োজন বিবেচনায় কর্মীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা জ্ঞান হালনাগাদ করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে এই কর্মশালা সিরিজ আয়োজন করা হচ্ছে, যা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম

আয়বর্ধন ও টেকসই জীবিকা উন্নয়নে বিভিন্ন উপকরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধন ও টেকসই জীবিকা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি ও জীবিকাভিত্তিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এসবের মধ্যে গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে নিকলী সদর, কারপাশা, গুরই, ছাতিরচর ও দামপাড়া ইউনিয়নের মোট ৪০ জন অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে ধান, ভুট্টা, উচ্চমূল্যের নিরাপদ সবজি ও উচ্চ ফলনশীল কাঁচাঘাস চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বিতরণকৃত উপকরণের মধ্যে ছিল উন্নতমানের বীজ, রাসায়নিক ও জৈব সার, কীটনাশক, ধান শুকানোর নেট, মাঁচা ও বেড়া তৈরির উপকরণ, সাইনবোর্ড এবং জমি প্রস্তুত ও সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নগদ অর্থ।

এছাড়াও, কারপাশা ইউনিয়নের একজন অগ্রসরমান সদস্যকে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ঝালমুড়ি, চপটি, ফুচকা ও হালিম প্রস্তুত ও বিক্রয়ের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য একটি ভ্যান এবং প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক উপকরণ প্রদান করা হয়। উক্ত উদ্যোগের মাধ্যমে সদস্যরা আধুনিক ও নিরাপদ কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ, পরিকল্পিত ফসল চাষ এবং জীবিকাভিত্তিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এতে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি, আয়বর্ধন এবং জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

স্কুলভিত্তিক কিশোরী ক্লাবের ইভেন্ট আয়োজন

মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার চারটি স্কুলে ১৪-২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত স্কুলভিত্তিক কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের জন্য আয়োজন করা হয় এক বিশেষ ইভেন্ট। পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের এই উদ্যোগে প্রায় ১৬০ জন কিশোরী অংশ নেয়। ইভেন্টে কিশোরীরা কবিতা পাঠ, নৃত্য পরিবেশন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কিত নানান সৃজনশীল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি কিশোরীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে। ইভেন্টের শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে 'প্রসপারিটি ভিলেজ কমিটি (পিভিসি)' এর সদস্য, অভিভাবক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থার 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। কিশোরীরা এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

প্রমিস
ফার্মেসি অ্যান্ড ইজি শপ
বাড়ির পাশেই বিশ্বস্ততার নাম

ঋতু বদলে ত্বকের যত্ন

শীতকাল বিদায় নিয়ে গ্রীষ্মকাল আগমনের কারণে ত্বকের প্রয়োজন বাড়তি যত্ন। এই সময় ঘাম, রোদ ও আর্দ্রতার ফলে ত্বকে নানা সমস্যা দেখা দেয়। নারী-পুরুষ সবার জন্যই তাই এখন প্রয়োজন সঠিক ও সহজ ত্বকযত্ন।

সতর্কতা

- ঋতু পরিবর্তনের ফলে ত্বকে হঠাৎ তেলতেলে ভাব বা শুষ্কতা দেখা দিতে পারে
- ব্রণ ও ছোট ফুসকুড়ির প্রবণতা বাড়ে
- ঘামের কারণে ঘামাচি ও চুলকানি হয়
- ত্বক নিস্তেজ ও ক্লান্ত দেখায়
- রোদের তীব্রতায় ত্বক পুড়ে যাওয়া ও ট্যানের ঝুঁকি বাড়ে

করণীয়

- দিনে দুইবার হালকা ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার রাখা
- জেল বা ওয়াটার বেসড ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা
- বাইরে বের হওয়ার আগে নিয়মিত SPF ৩০ বা তার বেশি সানস্ক্রিন প্রয়োগ করা
- সপ্তাহে এক থেকে দুই দিন হালকা এক্সফোলিয়েশন করা
- পর্যাপ্ত পানি পান ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

জানুয়ারি ২০২৬ মাসে 'রেমিটেন্স' লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য

সুবিধাভোগী	অর্থ প্রদান
৩৬২ জন	৯৭,৮৬,৭৫৫ টাকা

এ পর্যন্ত সুবিধাভোগী	এ পর্যন্ত অর্থ প্রদান
১,৬৭,১৩৪ জন	৫,৩৮৬,৬১৬,২৬৪ টাকা

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সিজি গ্রুপের সক্রিয়করণ সভা

মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ১৪ থেকে ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি/কমিউনিটি গ্রুপ (সিজি) সক্রিয়করণ সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত দুই ধরনের সভায় প্রায় ৮৪০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সভাগুলোতে নবজাতক, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবা, প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয় এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু মোকাবেলা, বন্যা ও দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অংশগ্রহণকারীরা জানান, 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করছে। সভায় কমিটির সদস্য, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পরিষদ, 'প্রসপারিটি ভিলেজ কমিটি (পিভিসি)' সদস্য এবং 'পদক্ষেপ' এর কর্মী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে কমিটি ও কমিউনিটি গ্রুপের কার্যক্রম আরও সক্রিয়করণ এবং পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামীণ জনগণের মাঝে সচেতন বৃদ্ধি এবং দুর্যোগকালীন ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দুই জন নারী পেলেন অদম্য নারী পুরস্কার

কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলায় 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পে সক্রিয় ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে সুমিয়া আক্তার ও রেখা আক্তার ২০২৫ সালে অদম্য নারী পুরস্কার" অর্জন করেছেন। পুরস্কারটি প্রদান করে নিকলী উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। নয়াহাটি গ্রামের সুমিয়া আক্তার সীমিত সম্পদ ও নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে গবাদিপশু পালন ও সবজি চাষের মাধ্যমে একজন সফল নারী উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ তাঁর আত্মনির্ভরতা ও নিয়মিত আয়ের পথ তৈরি করে। অন্যদিকে, পাচরুখী গ্রামের রেখা আক্তার 'প্রসপারিটি ভিলেজ কমিটি (পিভিসি)' সদস্য হিসেবে নারী ও কিশোরীদের অধিকার, বাল্যবিবাহ ও সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস জানায়, এই দুই নারীর সাফল্য প্রমাণ করে, সঠিক সহায়তা ও সুযোগ পেলে গ্রামীণ নারীরাও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের অগ্রদূত হতে পারেন।

রেইজ প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম

গুরু-শিষ্য কার্যক্রম

শিক্ষানবিশ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বল্প-আয়ের তরুণ-তরুণীদের দক্ষ মাস্টার ক্রাফট-পার্সন বা অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই কার্যক্রমটি মিরপুর, মোহাম্মদপুর, কাওরানবাজার ও আগারগাঁও এলাকায় বাস্তবায়িত হয়। ৬ মাসব্যাপী এই কার্যক্রমে ২০০ জন মাস্টার ক্রাফট-পার্সনের অধীনে ৪০০ জন শিষ্য বিভিন্ন কারিগরী ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ট্রেডসমূহের মধ্যে রয়েছে: গ্রাফিক ডিজাইন ও মাল্টিমিডিয়া, ডিজিটাল মার্কেটিং, আইটি সাপোর্ট, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেটাল ওয়ার্কস, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, কনজুমার ইলেকট্রোনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন, হাউজকিপিং ও ফুড সার্ভিসিং, বেকিং ও পেস্ট্রি, ড্রাইভিং ও অটো মেকানিক, কার্পেন্ট্রি, কেয়ার গিভিং, ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং, সুইং মেশিন অপারেশন, হ্যান্ডিক্রাফট ও লেদার গুডস এসেম্বলি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন এবং শোভন কর্ম-পরিবেশে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছেন।

জানুয়ারি ২০২৬ মাসের কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

ফেরত প্রদান

সিপিএফ ৬৪ জন	অর্থ ফেরত প্রদান ৭২,৪৪,৮৭৭ টাকা
কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বিমা প্রোগ্রাম ৬৬ জন	অর্থ প্রদান ১৭,০৭,৩২০ টাকা
কর্মী কল্যাণ তহবিল ৫৩ জন	অর্থ ফেরত প্রদান ৮,৩৩,৫৩০ টাকা

অনুদান প্রদান

কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বিমা প্রোগ্রাম ১১ জন	অনুদানের অর্থ প্রদান ১৪,০৬,৬১২ টাকা
কর্মী কল্যাণ তহবিল ১৭ জন	অনুদানের অর্থ প্রদান ২,৯৮,৯৯১ টাকা

স্বল্প-আয়ের তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

জানুয়ারি ২০২৬ মাসে প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ১৬ দিন (৯৬ ঘণ্টা) ব্যাপী ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন (BMED) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ মিরপুর ও গাজীপুর সদর শাখায় মোট ২টি ব্যাচে পরিচালিত হয়েছে। মূল বিষয়বস্তু ছিল: সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসার ধারাবাহিকতা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ ও মাঠ পরিদর্শন। অংশগ্রহণকারীরা ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজার বিশ্লেষণ, আয়-ব্যয় হিসাব, ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং সংকট মোকাবেলার কৌশল শিখেছেন। জীবন দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব, যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা আলোকে অর্জিত জ্ঞান নিজ ব্যবসায়ে প্রয়োগে সক্ষম হয়েছেন।

মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/গুরুদের ওরিয়েন্টেশন

প্রকল্পের আওতায় ৬ষ্ঠ ব্যাচের ১০০ জন মাস্টার ক্রাফট-পার্সন (এমসিপি)/গুরুদের জন্য দুই দিনব্যাপী একটি ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, কাঠামো ও কার্যপদ্ধতি, এমসিপি/গুরুদের দায়িত্ব ও ভূমিকা, শিষ্যদের দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং কর্মক্ষেত্রভিত্তিক শেখার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এছাড়াও প্রশিক্ষণকালীন শৃঙ্খলা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, মূল্যায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, পাশাপাশি নৈতিকতা ও পেশাগত আচরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

শিক্ষানবিশ কার্যক্রম জোরদারে রিফ্রেশার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

শিক্ষানবিশ কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসূ ও কার্যকর করে তুলতে মাস্টার ক্রাফট-পার্সন (এমসিপি)/গুরুদের জন্য একটি রিফ্রেশার কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে পূর্বে অর্জিত জ্ঞান পুনরালোচনা, হালনাগাদ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, কর্মক্ষেত্রভিত্তিক শেখার কৌশল, শিষ্যদের দক্ষতা মূল্যায়ন, কার্যকর যোগাযোগ, পেশাগত আচরণ, নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, সমস্যা সমাধান ও নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এতে শিক্ষানবিশ কার্যক্রমকে আরও টেকসই ও মানসম্মত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৬ষ্ঠ ব্যাচের শিষ্যদের জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রকল্পের আওতায় ৬ষ্ঠ ব্যাচের ১০০ জন শিষ্যের জন্য জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঢাকার মিরপুর-১১ নাম্বারে অবস্থিত বনলতা ফুড প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রশিক্ষণে শিষ্যদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল লক্ষ্য নির্ধারণ, নেতৃত্ব উন্নয়ন, দ্বন্দ্ব ও বিবাদ ব্যবস্থাপনা, সমঝোতা ও দল ব্যবস্থাপনা, কার্যকর যোগাযোগ, সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সৃজনশীল চিন্তা ও শ্রবণ দক্ষতা।

এছাড়াও মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, আত্মসচেতনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ, প্রেরণা ও মোটিভেশন, প্রযুক্তিগত জ্ঞান, ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, সামাজিক দক্ষতা ও ইতিবাচক চিন্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, যৌন শোষণ ও অপব্যবহার প্রতিরোধ, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, শ্রম ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিষ্যরা কেবল নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেনি, বরং সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পেয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা শিখেছেন কীভাবে বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় এবং নিজের সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে টিম ও কমিউনিটিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হয়। এই প্রশিক্ষণ শিষ্যদের কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের সফল কার্যক্রম

বন্যা থেকে নিরাপদ ঘর: হাসিনা বেগমের গল্প

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার বন্দবেড় ইউনিয়নের ফলুয়াবচর গ্রামের বাসিন্দা হাসিনা বেগম এবং তার স্বামী নৌকার মাঝি। বর্ষার মৌসুমি বন্যা তাদের জীবনকে বারবার বিঘ্নিত করত। প্রতিবার বন্যায় বসতভিটা প্লাবিত হতো, গবাদিপশু ও ফসল নষ্ট হতো, এবং পরিবারকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে হতো। একজন নারী হিসেবে এই পরিস্থিতি ছিল নিরাপত্তাহীন ও মর্যাদাহানিকর। পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের ECCCP-Flood প্রকল্প হাসিনা বেগমের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। মাঠ পর্যায়ের মনিটরিং ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার ভিটা চিহ্নিত ও উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৫ বছরের তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বসতভিটা সর্বোচ্চ বন্যা স্তরের চেয়ে ১.৫ ফুট উঁচু করা হয়। উন্নীত ভিটা ও Post Monitoring কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করে। টিম ভিটা স্থায়িত্ব, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ঘরের নিরাপত্তা ও গবাদিপশুর সুরক্ষা দেখভাল করে। বন্যাকালীন প্রস্তুতি, বসতভিটার চারপাশে উঁচু বেডে সবজি চাষের পরামর্শও দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ, হাসিনা বেগম এখন বন্যা মৌসুমেও নিজ ঘরে নিরাপদ ও স্থিতিশীল জীবনযাপন করছেন। তিনি ঘরের চারপাশে বিভিন্ন ফল ও সবজি চাষ শুরু করেছেন, যা পরিবারে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করছে এবং অতিরিক্ত আয়ের সুযোগও সৃষ্টি করছে। হাসিনা বেগম বলেন, "পদক্ষেপ থাকি বাড়ি উচাঁ করায় হামার সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেছে। এখন মুই মোর বাড়ির চাইরপাশে বিভিন্ন প্রকার ফলজ আর সবজি চাষ করি, আমার জীবনের বড় পরিবর্তন হইলো। এখন বন্যা আসলেও আর ভয় নাই।" ECCCP-Flood Post Monitoring প্রকল্প শুধু বসতভিটা রক্ষা করেনি; এটি একজন নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং সহনশীল জীবন গড়ে তোলার পথ সুগম করেছে।

সংগ্রাম থেকে স্বাবলম্বিতা

কুড়িগ্রামের পালেরচর গ্রামের সাহেরা বেগম ছোটবেলা থেকে দারিদ্র্য ও বন্যার সঙ্গে লড়াই করেছেন। স্বামী মৌসুমি ব্যবসা করলেও প্রতি বছর বন্যায় ঘরবাড়ি ও পুঁজি হারিয়ে পরিবারটি অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকত।

নিজে জীবিকা গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সাহেরা দুটি ভেড়া কিনে পালন শুরু করেন। সমস্যা ছিল—পশুর জন্য আলাদা ঘর না থাকায় স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হচ্ছিল। তখন পদক্ষেপ ECCCP-Flood প্রকল্প তার জীবনে টার্নিং পয়েন্ট হয়ে আসে। তিনি মাচা পদ্ধতিতে ছাগল ও ভেড়া পালন প্রশিক্ষণ নেন এবং নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত মাচা ঘর পান।

নিয়মিত ফলোআপ ও পরামর্শের মাধ্যমে সাহেরা বেগম স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে পশুপালন চালাতে সক্ষম হন। এতে ঘর থাকে পরিষ্কার ও দুর্গন্ধমুক্ত, রোগবালাই কমে আসে এবং পশুর উৎপাদন বাড়ে।

বর্তমানে তার খামারে ৯টি ভেড়া ও ২টি ছাগল রয়েছে। পশু বিক্রি করে প্রায় ১,৫০,০০০ টাকা আয় করেছেন এবং ১০ কাঠা জমি চাষাবাদের মাধ্যমে পরিবারে আয় ও খাদ্যনিরাপত্তা শক্তিশালী করেছেন।

আজ সাহেরা বেগম একজন আত্মবিশ্বাসী, স্বাবলম্বী উদ্যোক্তা। সঠিক প্রশিক্ষণ, নিরাপদ ঘর ও ধারাবাহিক ফলোআপ তার জীবন পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি।

জানুয়ারি'২৬-এ ৮৬ জনকে নিয়োগ দিয়েছে 'পদক্ষেপ'

উইং/বিভাগ/সেকশন/ইউনিট, প্রোগ্রাম/প্রকল্প ও জোনের নাম	পদের নাম	কর্মস্থল	মোট সংখ্যা
বিএসআরএম বিভাগ	সিনি: সহকারী পরিচালক	প্রধান কার্যালয়	১
	সিনিয়র ম্যানেজার		৩
	ম্যানেজার		১০
মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ	ম্যানেজার		১
UPHCSDP -II	ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্টান্ট	কক্সবাজার	১
	মেডিকেল অফিসার		২
RAISE Project	Employee Support Officer	প্রধান কার্যালয়	১
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	স্বাস্থ্য পরিদর্শক	বরিশাল, মৌলভীবাজার	২
	শিক্ষক		১
মাইক্রোফাইনান্স	CM-1/ABM (L)/ABM (AC)	বিভিন্ন জোন	৬৪
মোট			**৮৬**

জানুয়ারি'২৬-এ ৮২০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে 'পদক্ষেপ'

প্রশিক্ষণ শিরোনাম	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর পদবী	আয়োজনকারী
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ			
"বেসিক ওরিয়েন্টেশন" এবং ইন্ডাকশন প্রশিক্ষণ	১৪	নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীবৃন্দ	পদক্ষেপ
"হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা" প্রশিক্ষণ	১০	নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি	
RefreshersCourseOn 'Accounts& FinancialManagement'	১২৩	সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (হিসাব)	
Money Launderingand Anti-Terrorismin Financing	৫৩	প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ	
অনলাইন প্রশিক্ষণ			
পদক্ষেপ সুরক্ষা নির্দেশিকা	৬৯৬	ফেনী এবং সাতকানিয়া এরিয়া, জামালপুর এবং কারওয়ানবাজার এরিয়া, রাজীবপুর এবং নেত্রকোনা এরিয়া, ভালুকা এবং নোয়াখালী এরিয়া, বাজিতপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এরিয়া, বীরগঞ্জ এবং গুইমারা এরিয়া, রাঙ্গামাটি এবং পেকুয়া এরিয়া।	পদক্ষেপ
বহি: প্রশিক্ষণ			
Leadership for Development professionals	১	সিনিয়র সহকারি পরিচালক ও রিজিয়নাল ম্যানেজার	পিকেএসএফ
Training of Trainers (ToT)	১	সহকারি পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার	পিকেএসএফ
Ratio Analysis & Decision Making	১	সিনিয়র ম্যানেজার	পিকেএসএফ
Human Resource Management	১	ম্যানেজার এইচ আর অ্যান্ড অ্যাডমিন	পিকেএসএফ
মোট	৪২০		

জানুয়ারি ২০২৬
'পিআইডিএম' থেকে সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

সংস্থার সংখ্যা	সভা/পরীক্ষা/কর্মশালা	ট্রেনিং সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী
২৫টি	**৫টি**	**১৫টি**	**১,১৮৯ জন**

প্যালেডিয়াম
নিরাপদ স্ট্রিট ফুড মার্কেট

আপনি জানেন কি?

আপনি জানেন কি? ৯ম শতাব্দীতে ইথিওপিয়ার কাফা অঞ্চলের কালদি নামের এক রাখাল ঘটনাচক্রে কফি আবিষ্কার করেন। ১৫শ শতাব্দীতে ইয়েমেনের সুফি মুসলিমরা রাতের প্রার্থনার সময় জাগ্রত থাকতে কফি রোস্ট করে পান করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ১৬শ শতাব্দীতে কফি আরব উপদ্বীপে জনপ্রিয় হয়ে ইউরোপ ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

লেখা আহ্বান

পদক্ষেপ এ কর্মরত যে কেউ সংস্থা সংশ্লিষ্ট সংবাদ, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা বা শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা পাঠাতে পারেন। মনোনীত লেখাগুলো প্রকাশ করা হবে।